সমকাল

তারিখ 24 MAR 2019
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

চবিতে ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষে ২ তদন্ত কমিটি

■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় পৃথক দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই দুই তদন্ত কমিটি গঠন করে। গত শুক্রবার বিকেলে এফ রহমান হল ও আলাওল হলে ভাংচুরের পর বাড়তি নিরাপত্তা নেওয়া হয়েছে। ফের সংঘর্ষ এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশও মোতায়েন করেছে প্রশাসন। এদিকে সংঘর্ষের সময় হল থেকে মালপত্র লুটপাটের অভিযোগ তুলেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এ বিষয়ে তারা প্রশাসনের কাছে অভিযোগও জমা দিচ্ছেন। গতকাল দুপুর ২টা পর্যন্ত ৩৭ শিক্ষার্থী অভিযোগ দিয়েছে বলে জানিয়েছেন দুই হলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

লুটপাটের অভিযোগ

চবি প্রক্টর সিরাজ উদ দৌলা সমকালকে বলেন, 'ছাত্রলীগ-শিবিরের সংঘর্ষের ঘটনায় দুটি পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদন দ্রুত জমা দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।'

সংঘর্ষ ও ভাংচুরের ঘটনায় এফ রহমান হলে চার সদস্যের তদন্ত কমিটিতে আহ্বায়ক করা হয়েছে হলের সিনিয়র আবাসিক শিক্ষক আমিনুর রহমানকে। কমিটির অন্য দুই সদস্য হলেন– হলের আবাসিক শিক্ষক আসাদুজ্জামান ও আলতাফ হোসেন। এ কমিটির সদস্য সচিব করা হয়েছে হলের সেকশন অফিসার মো. সরোয়ারকে।

এদিকে আলাওল হলে সংঘর্ষের ঘটনায় হলের সিনিয়র আবাসিক শিক্ষক বখতেয়ার উদ্দিনকে আহ্বায়ক করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। সদস্যরা হলেন হলের আবাসিক শিক্ষক কাজী নুর হোসেন ও আসাদুল হক। এ কমিটির সদস্য সচিব হলেন হলের সেকশন অফিসার হাশেম।

শিক্ষক সমিতির নিন্দা : আলাওল হল ও স্যার এএফ রহমান হলে হামলা লুটপাটের ঘটনার প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে চবি শিক্ষক সমিতি। এক বিবৃতিতে সমিতির সভাপতি ড. আবুল মনছুর ও ড. খসরুল আলম কুদ্দুসী বলেন, 'শিক্ষার্থীদের কক্ষ ভাংচুর, হল প্রাধ্যক্ষের সঙ্গে অশোভন আচরণ বিশ্ববিদ্যালয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী।

ক্ষতিগ্রস্তরা যা বললেন : চবিতে ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের পর আতঙ্ক বিরাজ করছে পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে। যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী রাশেদ পারভেজ বলেন, 'বোনের বিয়েতে অংশ নিতে ঘটনার সময় আমি ছিলাম রাঙামাটি।

শনিবার সকালে হলে ফিরে এসে দেখি লকারে থাকা আমার ল্যাপটপ নেই। কক্ষে থাকা সব জিনিসপত্র তছনছ।' আলাওল হলের ২৩২ নম্বর কক্ষের আবাসিক শিক্ষার্থী আনোয়ার হোসেন বলেন, 'আমার এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষার সার্টিফিকেট নিয়ে গেছে। হামলার পর আমার কম্পিউটারের মনিটর, সিপিও, কাপড়, টেবিল ফ্যান হাতে করে নিয়ে যায় তারা।'

প্রভোস্টের বক্তব্য : এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে আলাওল হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক শেখ জহির আহমদ সমকালকে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে এমন ঘটনা নজিরবিহীন। আমরা এ জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করেছি।' স্যার এ এফ রহমান হলের প্রভোস্ট এসএম মনিরুল হাসান বলেন, 'এ ঘটনায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।'

ছাত্রলীগের বক্তব্য : বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সদ্য বিলুপ্ত কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুমন মামুন বলেন, 'ছাত্রলীগের কোনো নেতাকর্মী লুটপাট কিংবা ভাংচুরের সঙ্গে জড়িত নয়। আমরা লুটপাট ও ভাংচুরের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই।'

সরকার নির্ধারিত মূল্যে ধান কেনার দাবি

■ সমকাল প্রতিবেদক

বিপ্লবী কৃষক সংহতির মানববন্ধনে প্রকৃত চাষিদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত মূল্যে ধান কেনার দাবি জানিয়েছেন বক্তারা।

গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত ওই মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বোরোর বাম্পার উৎপাদনের জন্য কৃষককে পুরস্কৃত না করে পরোক্ষভাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। ধানের উপযুক্ত মূল্য না পেয়ে কৃষক আজ দিশাহারা। অনতিবিলম্বে সরকার নির্ধারিত ৮৮০ টাকা মণ দরে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান সংগ্রহের অভিযান শুরু করার দাবি জানান তারা।

বিপ্লবী কৃষক সংহতির সভাপতি আনসার আলী দুলালের সভাপতিত্ব এই মানববন্ধন হয়।